দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

122

011

শিক্ষাঙ্গন

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব

উৎপাদন ও উন্নয়নের একটি বিশেষ উপকরণ হলো শ্রমশক্তি। উৎপাদন বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই শ্রমশক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু এই শ্রমশক্তি যদি অদক্ষ হয় তবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে তেমন একটা আশাপ্রদ ফল লাভের সম্ভাবনা থাকে না। উন্নত বিশ্বের দিকে চোখ ফিরালে আমরা দেখতে পাই যে, বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কলাকৌশল আয়ত্ত করে গবেষণামূলক কার্যক্রমকে জোরদার করে এবং তার সাথে শ্রমশক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে তারা আজ উন্নয়নের উচ্চ শিখরে অবস্থান করছে। আর এই শ্রমশক্তিকে দক্ষ করে তোলার একমাত্র পথ হল শিক্ষা। কিন্তু এই শিক্ষা শ্রমশক্তিকে দক্ষতা অর্জনে কতটুকু সহায়তা করছে এটা আবার নির্ভর করে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার উপর। এ পর্যায়ে আমরা যদি শিক্ষাকে দু'টো পর্যায়ে ভাগ করি তবে বলা যায় এদের একটি হল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আর অন্যটি হল অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থা যা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ পর্যায়ে দেয়া হয়ে থাকে। আর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা হল বয়স্ক শিক্ষা, কারিগরি ও অন্যান্য উৎপাদনমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদি। এখন দেখা যাক, আমাদের মত একটি অনুন্নত দেশের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব বেশী কেন।

১। মানবিক উন্নয়নের জন্যঃ ন্যায়সংগত জীবিকা নির্বাহ এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিরই কিছু না কিছু মৌলিক গুণাবলী এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। এ জন্য প্রয়োজন লেখাপড়া এবং হিসাব সম্পর্কে জানা, ন্যায় বোধ বিকাশের জন্য উন্নয়ন সংক্রান্ত শিক্ষা, নেতৃত্ব ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত শিক্ষা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

২। উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদেঃ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক। (তবে ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল ছাড়া)। যার ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে এর ভূমিকা খুবই নগণ্য। এ ছাড়া শিক্ষার হারও কম। তাই সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত দেশোপযুগী পরিবর্তন যেমন জরুরীভিত্তিতে প্রয়োজন, তেমনি এর পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বর্তমান প্রয়োজন মেটাতে খুবই দরকার। এর জন্য আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক সকল শিক্ষাকে কার্যকরী করে তোলা প্রয়োজন। কার্যকরী শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি সেই শিক্ষাকে, যা জীবনের মানোন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে সহায়তা করে। শিক্ষা কোন ডিগ্রী অর্জনে সমাপ্ত হয় না। আসলে শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়া জন্মের পর থেকে শুরু হয় এবং আমরণ চলে। মানুষ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা প্রয়োজনে যা করে বা যা করা উচিৎ, তা আরো ভাল করে বা ভাল পদ্ধতিতে করার প্রচেষ্টা চালানোই শিক্ষা। তাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিলে আমাদের মত একটি অনুন্নত অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।

৩। বেকারত্ব দূরীকরণেঃ দেশ আজ বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। উচ্চ ডিগ্রী লাভের পরও জীবিকা উপায়ের একটি পথ না হলে কি যে সমস্যার উদ্ভব হয় তা আমাদর সকলেরই জানা। বেকারত্বের কারণেই দেশে বাড়ছে অরাজকতা, বিশৃংখলা ও অবর্ণনীয় হতাশা। তাই সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পেলে দেশে বেকারত্ব হ্রাস পেয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেতে পারে।

৪। শিক্ষার হার বৃদ্ধিঃ আমাদের দেশে শিক্ষার হার সুবই কম। তাই বয়স্ক শিক্ষা ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা সম্ভব।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব এর কথা বলতে গিয়ে আমরা এখানে ১৯৭৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি তুলে ধরতে পারি। বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব দিয়ে রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়, "বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা বৃত্তির যোগ্যতা অর্জন করে এবং দক্ষ কর্মী হিসাবে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত কোন জাতি কৃষি, শিল্প কারখানা এবং অন্যান্য উৎপাদন ও কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে পারে না। বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার লাভের দ্বারা জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি করা সম্ভব। বৃত্তিমূলক শিক্ষা তুলনামূলকভাবে অল্প সময়সাপেক্ষ এবং সেজন্য অল্প সময়ে এর ফলে লাভ করা যায়।"

আমাদের দেশের মত একটি অনুন্নত দেশে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এক দিকে যেমন স্কুলের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করা দরকার, তেমনি তার পাশে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে তোলা দরকার। উন্নত দেশগুলো এ ব্যাপারে খুবই সচেতন। এসব দেশে নৈশ বিভাগ, পত্র-পত্রিকা রেডিও, টেলিভিশন মারফত শিক্ষা, স্বল্প মেয়াদী আলোচনা চক্র এবং বক্তৃতামালা ইত্যাদির মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার প্রচলন হয়েছে। এটার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো সকল জনগণ তথা মোট শ্রমশক্তিকে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাগিদে আমাদেরও এ বিষয়টির দিকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

—মোঃ মুজিবুর রহমান

রংপুর কলেজে অনার্স কোর্স

'সরকারী রংপুর কলেজ' উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী কলেজসমূহের অন্যতম। বর্তমান রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় সমমানের কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পরপরই সরকারী রংপুর কলেজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা ও লেখপড়ার দিক থেকে কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পরই সরকারী রংপুর কলেজের স্থান।

উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় এবং পাস করে। কিন্তু এ কলেজে অনার্স কোর্স না থাকার কারণে তাদের অন্যত্র পাড়ি জমাতে হয়। উত্তরবঙ্গের হাতেগোনা অনার্স কলেজসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশেরই লেখপড়ার সুযোগ হয় না।

ফলে অনেক শিক্ষার্থীই অনার্স পড়া থেকে বঞ্চিত হয়। রংপুরে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। বৃহত্তর রংপুর ও অন্যান্য জেলার বিপুল পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনার্সে ভর্তির জন্য আসে। কিন্তু অল্পসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারে।

কাজেই অধিকসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর স্বার্থে অবিলম্বে সরকারী রংপুর কলেজে অনার্স কোর্স চালু করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

—মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম (জুয়েল)
সরকারী রংপুর কলেজ রংপুর।

মহিলা মাদ্রাসা

জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। সেই হিসাবে অর্ধেক মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত ছিল। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা স্কুল কলেজ রয়েছে। সেই অনুযায়ী মহিলা মাদ্রাসার সংখ্যা শূন্যের কোঠায়ই বলা চলে। ইদানীং অবশ্য দু'চারটা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। যা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। অতএব প্রতিটি উপজেলায় আপাতত ১টি করে মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি।

—মোঃ মনিবুর রহমান (খসরু)
খেপুপাড়া, পটুয়াখালী।